ECOH
ESTD-1999



নিউজলেটার ২০২০

এখলাসপুর সেন্টার অফ হেলথ

প্রতিষ্ঠাতাঃ অধ্যাপক ড.এম মোস্তফা জামান

এখলাসপুর, মতলব উত্তর, চাঁদপুর ৩৬৪১
মোবাঃ 01766020707ওয়েবসাইটঃ ecohbd.org
ইমেইলঃ chandpurecoh3641@gmail.com

সম্পাদকীয়

-ডাঃ মো. নাহিদ সরকার

১৯৯৯ সালের ৮ মে শুরু হয় ইকো'র আনুষ্ঠানিক পথচলা। এ সময় এই হাসপাতালের স্বপ্নদ্রষ্টা ড. মোস্তফা জামান জাপানে গবেষণামূলক উচ্চশিক্ষা গ্রহণে রত ছিলেন। জাপানে প্রবাসকালীন সময়ে মি. মিসাঅ ইয়ানো নামের একজন জাপানি নাগরিককে ড. জামান বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলেন। এহেন মানবতাবাদী বন্ধু মি. ইয়ানো সহ আরো অনেকের আর্থিক অনুদান এবং জাপানের একটি মেলায় বাংলাদেশী খাদ্যপণ্য বিক্রি করার মাধ্যমে ড. জামান ইকো হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক মূলধন যোগাড় করেন, যা দ্বারা এখলাসপুরে ইকো হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে একতলা ভবন নির্মাণ করেন ড. জামান।



পরবর্তীতে ইকো'র প্রতিষ্ঠাতা ড. মোস্তফা জামানের নিরলস প্রচেষ্টায় একতলা ভবনের উপরে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত আরো দু'টো তলা নির্মাণ করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে দৃশ্যমান হয় আজকের সুদৃশ্য ইকো হাসপাতালের ত্রিতল ভবনটি।

বর্তমানে ইকো'তে মানবসেবা মূলক বিভিন্ন কার্যক্রম বিদ্যমান রয়েছে। সাপ্তাহিক ছুটির দিন ব্যতিরেকে প্রতিদিনই চালু থাকছে এর বহির্বিভাগ সেবা। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষায় মাত্র বিশ টাকার বিনিময়ে এম.বি.বি.এস ডাক্তার এবং চল্লিশ টাকার বিনিময়ে বিশেষজ্ঞ এম.বি.বি.এস ডাক্তারের সেবা ও পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে এখানে। এ ছাড়া বেশকিছু চিকিৎসা সেবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করছে ইকো। এসব সেবার মধ্যে রয়েছে ; গর্ভবতী মায়েদের রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা, উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের চিকিৎসাসহ কিছু ঔষধ প্রদান।

ইকো'র দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মীবাহিনী বাড়ি বাড়ি গিয়ে জরিপের মাধ্যমে খুঁজে বের করছেন ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরল এবং হার্টের রোগে আক্রান্ত নতুন রোগীদের। খুঁজে পাওয়া এসব নতুন রোগীদের ইকো বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সেবা ও পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ করে দিচ্ছে।

দেশ-বিদেশের নব আবির্ভূত স্বাস্থ্য সমস্যা, মৌসুমি রোগবালাই, সংক্রামক রোগ, ডেংগি, সর্পদংশন, জলাতঙ্ক, মৃগী ইত্যাদি নানা ধরনের জনস্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে ইকো তাৎক্ষণিকভাবে আয়োজন করে থাকে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সমন্বয়ে সভা,সেমিনার, ওয়েবিনার ইত্যাদি।

শ্বাসকষ্টের সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদের নামেমাত্র মূল্যে জরুরি নেবুলাইজেশন সেবা ইকোর নবতর সংযোজন।
ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে স্বাস্থ্য সচেতন হিসেবে গড়ে তুলতে ইকো আয়োজন করছে বিদ্যালয় ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম। খেলাধূলা ও শরীরগঠনকে উৎসাহিত করতে ইকো'র পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত হচ্ছে বাৎসরিক ব্যাডমিন্টন ও ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।

সর্বোপরি, প্রতিষ্ঠার পর হতে আজ অবধি এতোগুলো বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাওয়া সত্ত্বেও ইকো বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয়নি তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে। আপামর মানুষের ভালোবাসা ও দোয়ায় ইকো চলমান থাকবে যুগের পর যুগ, এ কামনা আমরা করতেই পারি।

ইকোতে স্বেচ্ছাসেবা দানকারী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দ



বা থেকেঃ অধ্যাপক ডাঃ সোহেল রেজা চৌধুরী,অধ্যাপক ড. এম. মোস্তফা জামান, অধ্যাপক ড. জসিমউদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক ডা. সরকার মোঃ নোমান ও ডাঃ সাদেকুল ইসলাম

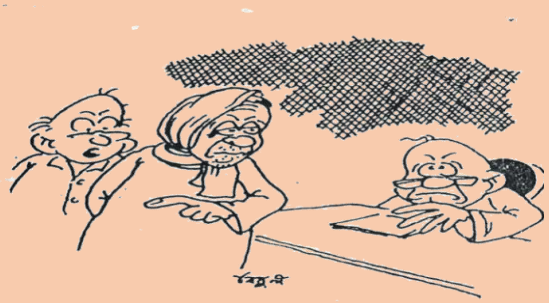
বাতজ্বর রঙ্গচিত্র

-অধ্যাপক ড. এম মোস্তফা জামান

৩ জানুয়ারী, ২০০১, দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত

রোগীঃ ডাক্তার সা'ব, মনে হয় আমার বাতজ্বর হয়েছে। এই যে ব্লাড টেস্টের রিপোর্ট। ঔষধ দেন।

ডাক্তারঃ বাতজ্বরের উপসর্গ ও লক্ষণের অনুপস্থিতিতে রক্ত পরীক্ষার ফলাফল গুরুত্বহীন। আপনার রোগের ইতিহাসকে বাতজ্বরের সাথে মেলাতে পারছি না। তাই ঔষধ ও দিচ্ছি না।



পরদিন—

রোগীঃ ডাক্তার সা'ব, গতকাল আপনি ইতিহাস মিলাতে পারছিলেন না। তাই আজ একজন ইতিহাসের অধ্যাপককে সাথে নিয়ে এসেছি। দয়া করে ইতিহাস মিলিয়ে ঔষধ দিন।

ইকো - তৃণমূলে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টির পথিকৃৎ

- সরকার কবির উদ্দিন



আজ থেকে বিশ বছর আগে যখন ইকো প্রতিষ্ঠিত হয় তখন থেকেই ইকোর একটি বিশেষ চরিত্রের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে। সেটি হল, ইকো গ্রামীণ জনপদে সাধারণ চিকিৎসা সেবা দেওয়া দাতব্য চিকিৎসালয় গোছের কোন প্রতিষ্ঠান নয় বরং তারচেয়ে বেশী কিছু। প্রত্যন্ত এলাকায় আধুনিক ও যুগোপযোগী চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি এবং গবেষণামূলক কর্মকাণ্ডেই ইকোর অধিক ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। Prevention is better than cure - এই আপ্তবাক্যকে সামনে রেখে রোগ নিরাময়ের চেয়ে রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যেই ইকো কাজ করে চলছে।

ধুমপান, তামাক, জর্দা, গুল জাতীয় ক্ষতিকর অভ্যাস দূরীকরণে ইকো আন্তরিকতার সাথে কাজ করে চলেছে শুরু থেকেই। আশার কথা, এলাকায় তরুণদের মধ্যে এসব ক্ষতিকর বদ অভ্যাস দিনদিন কমে আসছে বহুলাংশে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিশুদের হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে ইকো এলাকার প্রতিটি স্কুলে সঠিক পন্থায় ও সঠিক সময়ে হাত ধোয়ার পদ্ধতি অনুশীলন করিয়েছে। আর এই নিয়মিত স্বাস্থ্যসম্মতভাবে প্রতিবার শৌচাগার ব্যবহারের পর ও খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার সুদূরপ্রসারী সুফল হিসেবে ছোটখাটো পেটের পীড়া, খাবারে বদহজম,পরিপাকতন্ত্রে কৃমির উৎপাত ইত্যাদি সমস্যার সাথে সাথে আমাদের এখলাসপুর এলাকায় ডায়রিয়ায় আক্রান্তের হার তুলনামূলক কমে গেছে। মতলব আইসিডিডিআর,বি রেকর্ড দেখলেই এই দাবীর সত্যতা প্রতিভাত হয়।

তাছাড়া সর্পদংশন, ডেংগি, চিকনগুনিয়া, জলাতঙ্ক ইত্যাদি গ্রামীণ স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে ইকো সচেতনতা ও গবেষণামূলক কাজ করে চলেছে।

হাইপারটেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ নির্মূলে পাতে লবন খাওয়া, পরিমিত জীবনবোধ গড়ে তুলতেও ইকোর পরিশ্রম নিরলস। ডায়াবেটিস, স্ত্রী স্বাস্থ্য, প্রসূতি স্বাস্থ্য, শিশু স্বাস্থ্য ইত্যাদি সেবা ইকোতে সহজলভ্য ও চলমান। নামেমাত্র মুল্যে ডায়াগনস্টিক সেবা ইকোর আরেকটি বিশাল অবদান।

আগামীতে ইকোর চিকিৎসা সেবার পরিসর বৃদ্ধির আশা করা হচ্ছে। আরো কিছু আধুনিক যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসা সেবা ইকোতে সংযোজন করার কথাবার্তা চলছে। কিন্তু তার জন্য দরকার বিশাল একটি তহবিল সৃষ্টি করা। ইকোকে টেকসই, চলমান,গতিশীল, যুগোপযোগী রাখতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন আর্থিক নিরাপত্তা। আর তারজন্য চাই সমাজের হৃদয়বান এবং বিত্তশালী মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ।

সামাজিক এবং ধর্মীয় খাতে ব্যয়ের যে চিরাচরিত লাইন আমরা অনুসরণ করি তার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং কুরআন ও হাদিসের আলোকে ভাবতে হবে। অন্ন ও বস্ত্রের মতো চিকিৎসা সেবাও মানুষের মৌলিক চাহিদা। তাই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অন্ন বস্ত্র দিয়ে সাহায্য করার চেয়ে তাদের চিকিৎসা সহায়তায় সাহায্য করাও কম সওয়াবের কাজ নয় - এটা আমাদের অনুধাবন করতে হবে।

ইকো আজকে শারীরিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করছে। আশা করছি এই কাজের মাধ্যমে ইকো একদিন এখলাসপুর এবং তদসংশ্লিষ্ট এলাকার সামাজিক স্বাস্থ্য বিনির্মাণে পথিকৃৎ হিসেবে কাজ করে প্রভূত সুনাম বয়ে আনবে।

ইকো এবং একজন জামান স্যার

-ডা. মু. আব্বাস ইবনে করিম



এখলাসপুরের সর্বসাধারণের স্বাস্থ্যসেবার নিমিত্তে
জামান স্যার গড়ে তুলেছেন ইকো,
ও ভাই-বোনেরা শুনাই আমি আপনাদের-
বিনে চিকিৎসায় আর কেউ মারা যাবে নাকো।
আউটডোর সেবা, রক্ত-প্রস্রাব পরীক্ষা
আছে আরো কত বহুমুখী সেবা,
কাল শ্রোতে বদলেছে গতি-ধারা
দেখছে এখন ছেলে, আগে দেখেছে যা দাদা ও বাবা।
প্রসূতি মায়ের পরিচর্যা, উচ্চরক্তচাপ ক্লিনিকসহ
আছে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন,
এসবের মাঝেই ইকো বিদ্যমান
আসুন করি ইকো কে আমাদের আপনজন।
এলাকায় তামাক নিয়ন্ত্রণে
আছে এর অনস্বীকার্য ভূমিকা,
সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলে-
আরো গতিশীল হবে ইকো'র চাকা।
১৯৯৯ সাল থেকে আজ অবধি
চলছে ইকো'র অবিরাম পথচলা,
চলবে এভাবেই দূর্বার গতিতে
ইকো যদি না হয়ে যায় একেলা।
স্বাস্থ্যসেবা দিতে বাড়ির পাশেই-
আছে তো ইকো,
স্বাস্থ্যসেবা নিতে দূর দূরান্তে মোরা-
আর যাবো নাকো।
প্রতিষ্ঠাতার স্বপ্ন পূরণে আসুন
সকলে বাড়াই সাহায্যের হাত,
দেশের স্বাস্থ্যসেবার রোল মডেল হবে ইকো-
বলতে পারি নিশ্চিত নির্ঘাত।

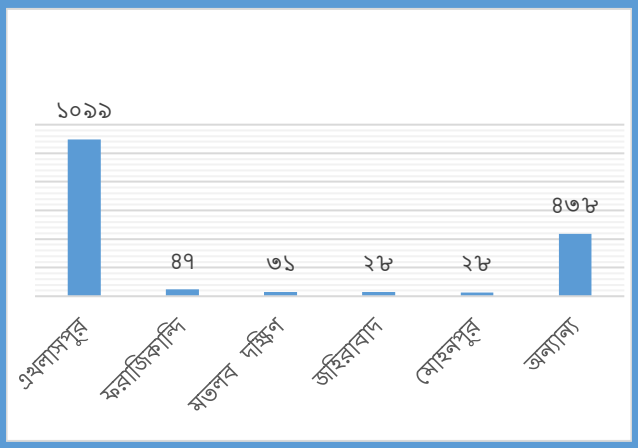
অর্থনৈতিক রিপোর্ট-২০২০

বর্ণনা		টাকা
ক. পূর্বের স্থিতি		১,৫০,২৩৬
খ. আয়		
১.	রোগী দেখা	৩৮,৬৬০
২.	ল্যাবরেটরি	৯০,১০০
৩.	অনুদান	৯,৭৪,৮৪০
৪.	বিবিধ	১,৭৪,১২০
	মোট আয়	১২৭৫,৯২০
গ. ক + খ		১৪২৬,১৫৬
ঘ. ব্যয়		
১.	অফিস খরচ	৪৭,৫৬৯
২.	বেতন-ভাতা	৬,০৩,৪৪২
৩.	ল্যাব. রিএজেন্ট ও সামগ্রী	৮৪,১৯০
৪.	ক্যাম্পেইন ও মিটিং	৩,৮০৫
৫.	স্থাপনা নির্মাণ ও সংস্কার	১,০৬,৩৩৬
৬.	টেলিফোন, বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল	২৮,২৮৫
৭.	উপকরণ ক্রয়	৭৪,৯২০
৮.	বিবিধ	১০,১২৫
	মোট ব্যয়	৯,৫৮,৬৭২
ঙ. স্থিতি (গ-ঘ)		**৪৬৭,৪৮৪**

অনুদান- ২০২০

দাতা	টাকা
জনাব কামাল উদ্দিন ঢালী	৪,০০,০০০
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক	১,৯০,০০০
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক	১,৮০০
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক	৪২০
অধ্যাপক ডক্টর এম মোস্তফা জামান	১,৭১,৯৭০
জনাব মোঃ শাহজাহান	১১,৮০০
ডা. কামরুজ্জামান বিশ্বাস	২০,০০০
প্রকৌশলী শামসুল গফুর মাহমুদ	১০,০০০
ডা. কাওসার পারভীন	১,০০,০০০
অধ্যাপক ডা. সরকার মোহাম্মদ নোমান	২,০০০
জনাব তোফাজ্জল হোসেন তপু	৫০,০০০
জনাব তাজুল ইসলাম	১৬,৪০০
মোঃ সাইফ উদ্দিন	৪৫০
মোট	**৯৭৪,৮৪০**

২০২০ সালে ইকোতে আসা রোগীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ



ইকো'র অভ্যন্তরীণ সেবার মধ্যে অন্যতম একটি সেবা হচ্ছে চিকিৎসক কর্তৃক রোগীদের ব্যবস্থাপত্র প্রদান। রেকর্ড পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ২০২০ সালে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা মোট রোগীর সংখ্যা ১৬৬৯ জন, যার মধ্যে এখলাসপুর ইউনিয়ন থেকে ১০৯৯ জন এবং পার্শ্ববর্তী ফরাজিকান্দি,মতলব,জহিরাবাদ,মোহনপুর এবং দেশের অন্যান্য জায়গা(চাঁদপুর, হাজীগঞ্জ, দাউদকান্দি) থেকে যথাক্রমে ৪৭,৩১,২৮,২৮ এবং ৪৩৮ জন করে এসেছে ।

ইকোর কার্যক্রম-২০২০

একনজরে ইকোর কার্যক্রম

বহির্বিভাগ	বিদ্যালয় স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম
সচেতনতামূলক সেমিনার	বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয়
উঠান বৈঠক	ল্যাব পরীক্ষা
নেবুলাইজেশন	উচ্চরক্তচাপ ক্লিনিক
গর্ভবতীদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা	ইকো স্বাস্থ্য জরিপ
ইনফ্রারেড থেরাপি	বার্থ রেজিস্ট্রি
ডেথ রেজিস্ট্রি	স্ট্রোক রেজিস্ট্রি

বিনামূল্যে সেবাসমূহ

- গর্ভবতীদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা
- ইকো স্বাস্থ্য জরিপ
- বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয়
- উচ্চরক্তচাপ ক্লিনিক
- উঠান বৈঠক

বহির্বিভাগ



- বহির্বিভাগে ২০২০ সনে মোট সেবা গ্রহনকারীর সংখ্যা ১৬৬৯ জন। এর মধ্যেঃ
- টেলিমেডিসিনের মাধ্যমেঃ ১০৭৮ জন
- সরাসরিঃ ৫৯১ জন

গর্ভবতী নারীদের সেবা

-তানজিলা আক্তার



একজন গর্ভবতী নারীর রক্তপরীক্ষা করা হচ্ছে

প্রবাদে আছে, স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল । সুস্থ্যতা আল্লাহপাকের অশেষ নিয়ামতের মধ্যে একটা অন্যতম নিয়ামত। সুস্থ্যতার পূর্ব শর্ত হল স্বাস্থ্য সচেতনতা । সেই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে এখলাসপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান "ইকো" যাকে (গরীবের হাসপাতাল) বলা চলে।

প্রথমেই গর্ভবতী মায়েদের ভিজিট করে চিকিৎসার আওতায় আনা হয়। অতঃপর গর্ভবতী মাদের প্রথম থেকে চতুর্থ ভিজিট পর্যন্ত বিভিন্ন পরীক্ষা বিনামূল্যে করে থাকে। ইকোর গর্ভবতী মায়েদের এই সেবার কারনে প্রসবকালীন মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার অনেকাংশে কমে এসেছে। এলাকার মানুষ ও ইকোর মাধ্যমে দিন দিন সচেতন হচ্ছে। সুতরাং পরিশেষে বলা যায় গর্ভবতী মা এবং শিশুর স্বাস্থ্য সেবা ক্ষেত্রে ইকোর অনবদ্য অবদান অনস্বীকার্য।

২০২০ সনে মোট সেবাগ্রহীতা ২০ জন
এখলাসপুরেরঃ ১১ জন
অন্যান্যঃ ০৯ জন

যে সমস্ত পরীক্ষা করা হচ্ছেঃ

১) রক্তের শর্করা ২) রক্তের হিমোগ্লোবিন ৩) রক্তের গ্রুপিং ৪) প্রস্রাব পরীক্ষা

বিদ্যালয় স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম





২০২০ সনে ইকো কর্তৃক আয়োজন করা হয় বিদ্যালয় স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্য়ক্রম। এ আয়োজনে এখলাসপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান এবং ৬৫ নং এখলাসপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনিসুর রহমান আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

এ কার্য়ক্রমে বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের হাত ধোয়ার সঠিক পদ্ধতি শেখানো হয় এবং সঠিক ভাবে হাত ধুতে উৎসাহিত করা হয়।

অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় নাকে মুখে হাত দিলে অথবা হাত সঠিকভাবে না ধুয়ে খাবার খেলে বিভিন্ন ভাইরাস,ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য জীবানূ শরীরে প্রবেশ করতে পারে। ফলে সাধারন ফ্লু থেকে শুরু করে ডায়রিয়া,আমাশয়,টাইফয়েড জ্বর ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

পরবর্তী প্রজন্মকে স্বাস্থ্য সচেতন হিসেবে গড়ে তোলাই এ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য

উচ্চ রক্তচাপ ক্লিনিক



- মোট নিবন্ধিত রোগী: ১৮৮ জন
  - নতুন: ১১ জন
  - পুরাতন: ১৭৭ জন
- এদের অনেককে বিনা মূল্যে ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে

নেবুলাইজেশন সেবা



শ্বাসকষ্ট, যাকে প্রচলিত ভাষায় হাঁপানি বলা হয়। অসহনীয় এ রোগ দেখা দিলে রোগীর শ্বাসনালী সংকুচিত হয়, ফলে রোগী তীব্র শ্বাসকষ্টে ভুগে থাকেন যা কখনো কখনো প্রানঘাতী হয়ে দাঁড়ায়। এ রোগের অন্যতম চিকিৎসা হলো নেবুলাইজেশন। যার মাধ্যমে শ্বাসনালী প্রসারিত করা হয়। এ সেবা অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে ইকোতে বিদ্যমান

মোট সেবাগ্রহীতাঃ ২৯ জন
পুরুষঃ ১৮ জন
মহিলাঃ ১১ জন

সচেতনতামূলক সেমিনার







মোট সেমিনার: ২ টি

সেমিনারের বিষয়বস্তুঃ

১. করোনা ভাইরাসের সংক্রমন, প্রতিরোধ ও সচেতনতা (১৪-০২-২০২০)

২. ডেঙ্গু জ্বরের প্রতিরোধ এবং করণীয় (১২-০৯-২০২০)

উঠান বৈঠক



- মোট উঠান বৈঠক: ১২ টি
- আলোচনার মূল বিষয়বস্তুঃ
  - করোনা সচেতনতা
  - হাত ধোয়া
  - উচ্চরক্তচাপজনিত সচেতনতা
  - ধুমপান এবং তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক নিয়ে আলোচনা

ল্যাবরেটরি সেবা



- রক্ত পরীক্ষাঃ ১২৩৮ টি
- প্রস্রাব পরীক্ষাঃ ১৮৯ টি
- মোটঃ ১৪২৭ টি

শোক দিবসের আয়োজন



ছবিঃ শোক দিবসে আয়োজিত বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ক্যাম্পেইন

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ইকোতে আয়োজন করা হয় বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ক্যাম্পেইন। এতে মোট অংশগ্রহনকারী ছিলেন ৩৭ জন। এর মধ্যে

বি পজেটিভ: ১৩ জন এ পজেটিভ: ১১ জন

এবি পজেটিভ: ২ জন ও নেগেটিভ: ২ জন

ও পজেটিভ: ৯ জন

ইকো স্বাস্থ্য জরিপ



ছবিঃ শোক দিবসে আয়োজিত বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ

মূলত এ জরিপটি দু'টি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে ইকোর স্বাস্থ্যকর্মীরা জরিপে অংশগ্রহণকারীর বাড়িতে গিয়ে অংশগ্রহণকারীর ওজন, উচ্চতা ও রক্তচাপ মাপেন। সাথে জীবনশৈলী কিছু প্রশ্নোত্তর নিচ্ছে।

দ্বিতীয় ধাপে পরদিন অংশগ্রহণকারীরা ইকোতে স্বশরীরে উপস্থিত হলে বিনামূল্যে তাদের প্রস্রাব , রক্তের গ্লুকোজ, কোলেস্টেরল, এবং ইসিজি করা হয়। এই জরিপের মাধ্যমে প্রায় প্রতিদিনই অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন রোগ(উচ্চরক্তচাপ,বহুমূত্র, রক্তে অতিরিক্ত চর্বি কিংবা হৃদরোগ) ধরা পড়ছে। এগুলো তাদের কাছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অজানা ছিলো । সাথে সাথে ইকোর চিকিৎসকগন অংশগ্রহণকারীকে সরাসরি দেখে বিনামূল্যে যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা নিচ্ছেন। জরিপটি চলমান এবং মধ্য এখলাসপুরে ইতোমধ্যে এটি সম্পন্ন হয়েছে।

মধ্য এখলাসপুরের মোট জনসংখ্যাঃ ৬৩০ জন
মধ্য এখলাসপুরে বসবাস করেনঃ ৪০১ জন
পুরুষঃ ১৯৮ জন, মহিলাঃ ২০৩ জন
পরিবারে গড় সদস্যসংখ্যাঃ ৪.৬ জন
জরিপে মোট অংশগ্রহনকারীঃ ৮৭ জন
নতুন বহুমুত্র রোগীঃ ৫ জন, পুরাতন ৬ জন
নতুন উচ্চরক্তচাপের রোগীঃ ১১ জন, পুরাতন ১০ জন
নতুন হৃদরোগের রোগীঃ ১ জন

স্পোর্টিং এখলাসপুর



ইকো আয়োজিত ক্রিকেট টুর্নামেন্ট



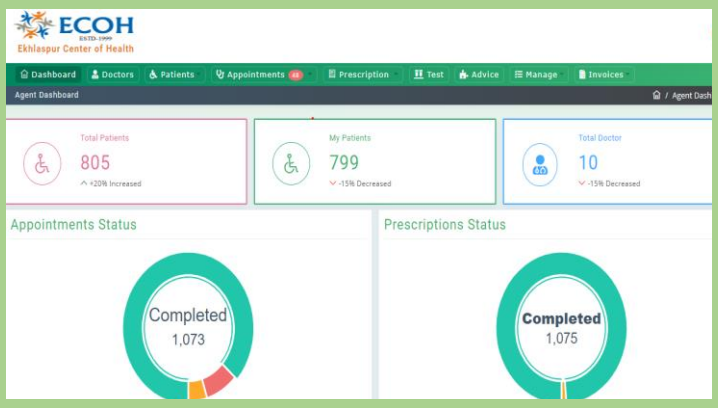
ইকো আয়োজিত ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট

ইকো শুধুমাত্র চিকিৎসা সেবা প্রদানে নিজেকে আবদ্ধ রাখে নি। পাশাপাশি ইকো সবসময় সুস্বাস্থ্যকে উৎসাহিত করে এসেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ইকো আয়োজন করে ব্যাডমিন্টন ও ক্রিকেট টুর্নামেন্ট । খেলাধুলা এবং শরীরচর্চার মাধ্যমে বিকশিত একটি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এখলাসপুর তথা সমগ্র বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে ইকো বিশ্বাস করে।

তথ্য প্রযুক্তির যুগে ইকো

ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরির লক্ষ্যে সরকারের সাথে একই রেখায় চলছে ইকো। তারই ধারাবাহিকতায় ইকো ব্যবহার করছে অনলাইন প্রেসক্রিপশান সফটওয়ার। যার মাধ্যমে রোগীদেরকে সরবরাহ করা হচ্ছে কম্পিউটারে মুদ্রিত ব্যবস্থাপত্র। ইকোর রয়েছে নিজস্ব পূর্নাঙ্গ ওয়েবসাইট। যেখানে প্রবেশ করলে ইকোর সমগ্র কাযর্ক্রম সম্পর্কে জানা যাবে। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে রয়েছে ইকোর গ্রুপ। যেখানে ইকোর বিভিন্ন কাযর্ক্রমের ব্যাপারে তথ্য জানানো হয়।

ইকো অনলাইন প্রেসক্রিপশন সফটওয়ার

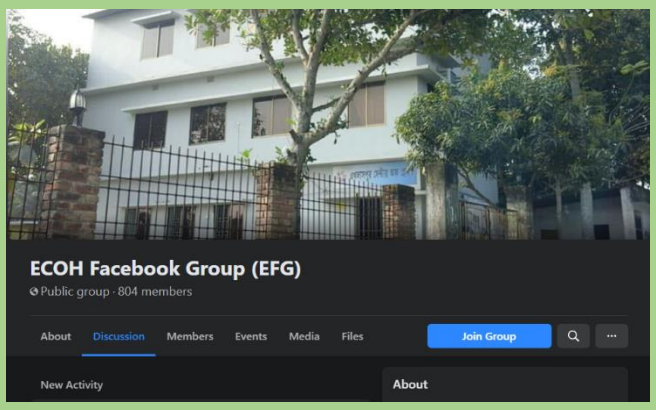


ইকো ওয়েবসাইট



ওযেবসাইটের ঠিকানাঃ www.ecohbd.org

ফেসবুক গ্রুপঃ



গ্রপের নামঃ ECOH Facebook Group (EFG)

নিম্নের লিংকে ক্লিক করে আপনিও যোগ দিতে পারেনঃ

https://web.facebook.com/groups/35019831876

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

ইকো ওয়েবসাইট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর



আনজুমান আহমেদ
কম্পিউটার বিজ্ঞানী
ফ্রিল্যান্সার, ঢাকা

প্রেসক্রিপশন সফ্টওয়ার ডেভেলপার



মিজানুর রহমান
জুনিয়র সফ্টওয়ার ইঞ্জিনিয়ার
এম অ্যান্ড বি টেক বিডি

বর্তমানে ইকোতে সেবা দিচ্ছেন যারা



সম্পাদনা: ডাঃ মো. নাহিদ সরকার, মেডিকেল অফিসার,ইকো, ইমেইলঃ sarkarnahid2733@gmail.com